জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

ইসলাম প্রচারে বিভিন্ন যুগে নবি-রাসুলগণের ধর্মীয় সংলাপ পদ্ধতি : কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে পর্যালোচনা

মোস্তফা কামাল*
মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম**

Abstract

Islam is the universal religion with equality, humanity, peace and harmony. The actual goal of Islam to ensure the peaceful coexistence of mankind in the universe. The term of religious dialogue refers to positive interaction between people of different faith communities. The significance of inter-faith dialogue is very much needed for preaching spreading Islam through out the world. Religious dialogue saves Individuals, society and the state from various clashes despite of differences opinion among the religions, creates brotherhood among themselves and makes a develop as well as a peaceful society. It's one of the core methods of the Islamic dawah. Presenting the noble ideal of Islam and inviting non-Muslims to Islam; its necessity are undeniable. The Qur'an and Hadith have cleared the guidelines on various issues on religious dialogue, like opposing to the opponent and concluding dialogue mode.

গবেষণা পদ্ধতি

এ প্রবন্ধটি প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের ওপর নির্ভরশীল; কুরআন, হাদিস ও বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর মৌলিক রচনা থেকে সংগ্রহ করে আলোচনা করা হয়েছে।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা হলো, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামি দাওয়াত প্রচারে সংলাপ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে শুধু সংলাপ করলেই হবে না, বরং তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করতে হবে। বর্তমান বিশ্বে যার উপস্থিতি একেবারেই কম। তাই বিষয়গুলো মুসলিম জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই এই গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আমার জানা মতে, এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি।

গুরুত্ব ও ফলাফল

ইসলাম একটি শন্তির ধর্ম। মানুষের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করা মহান আল্লাহর নির্দেশ। ভিন্নধর্মী মতাবলম্বীদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করা একজন দাঈ-এর ওপর আবশ্যক। আধুনিক যুগে ধর্মীয় সংলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে অনেক কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করে মানুষের মাঝে সহজেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া যায়।

ভূমিকা

ইসলাম সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে পরস্পর ভাব ও মত বিনিময়ের নামই হলো ধর্মীয় সংলাপ। এটি ইসলামি দাওয়াত প্রচারের একটি অন্যতম কৌশল। ইসলামের একমাত্র লক্ষ্যই হলো সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ দায়িত্ব দিয়েই মহান আল্লাহ

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, প্রত্যেক নবি-রাসুলই তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে এই সংলাপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় ধর্মীয় সংলাপের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। ধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে চিন্তাশক্তি জাগ্রত ও সৌন্দর্য হয়, উভয়পক্ষের প্রকৃত প্রমাণ উপস্থাপন ও প্রকাশের সুযোগ পায়, ধর্মের ওপর আরোপিত বিভিন্ন অপবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান দেয়া হয়, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়, বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মাবলম্বীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং ইসলামের সত্যতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আলোচ্য প্রবন্ধে ধর্মীয় সংলাপের পরিচয়, পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় নবি-রাসুল কর্তৃক ধর্মীয় সংলাপ ও মুহাম্মাদ (সা.)-এর যুগের কাফির-মুশরিক, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সংঘটিত ধর্মীয় সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১. ধর্মীয় সংলাপের সংজ্ঞা

ধর্মীয় সংলাপ সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন :

ক. প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ সালিহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হামিদ রহ. বলেন : কোনো বক্তব্যকে সঠিক মানদণ্ডে উন্নীত করা, কোনো বিষয়ে দলিল-প্রমাণ পেশ করা, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করা এবং কোনো ভ্রান্ত মতকে প্রত্যাখ্যান করার নিমিত্তে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনাকে সংলাপ বলা হয়।"[১]

খ. খালিদ মুহাম্মদ আল-মুগামিসি বলেন: প্রকৃত সত্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে পারস্পরিক এমন আলাপ-আলোচনা; যা প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় পরিচালিত, ঝগড়া বিবাদ ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রীতিমুক্ত এবং তাৎক্ষণিক ফলাফল লাভের আকাঙ্ক্ষা বিমুক্ত।"[২]

গ. ড. মুহাম্মদ আলী জা'লুক বলেন : "সংলাপ হল বিরোধপূর্ণ কোনো বিষয়ে পরিপূর্ণ অথবা কাছাকাছি সমাধানে পৌঁছার লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কথোপকথন।"[৩]

ঘ. আব্দুর রহমান আন-নাহ্লাবী সংলাপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: "দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এমন কথোপকথনকে সংলাপ বলে যাতে লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুর মিল থাকবে আর পর্যালোচনা হবে একটি নির্দিষ্ট ইস্যুতে। এর কোন ইতিবাচক ফল হতে পারে; আবার এমনও হতে পারে যে, কেউ কারও দ্বারা পরিতুষ্ট নয়। তবে শ্রোতা এ সংলাপ থেকে উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করতে পারে।"[৪]

ঙ. জাতীয় সংলাপ সেমিনার ১৯৯২-এর সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে সংলাপের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে, "সংলাপ হলো নিজের সত্যতা, ধর্মীয় মূল বিশ্বাস, ন্যায্যতা, তথা সমুদয় মূল্যবোধ বজায় রেখে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মহানুভবতা প্রদর্শন করে পারস্পরিক যে আলাপ করা হয়, তাই সংলাপ।"[৫]

২. ইসলাম প্রচারে পূর্ববর্তী নবিগণের সময়কার ধর্মীয় সংলাপ

দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের স্বার্থে প্রত্যেক যুগেই নবি-রাসুলগণ কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে ধর্মীয় সংলাপে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রবন্ধের কলেবর বেড়ে যাওয়ার আশংকায় এখানে প্রসিদ্ধ কতিপয় নবি-রাসুলের সমসাময়িক যুগের ধর্মীয় সংলাপের চিত্র তুলে ধরা হলো:

২.১ নুহ আ.-এর যুগ : নুহ আ. ছিলেন আদম আ.-এর পর সর্বপ্রথম শরী'আত প্রবর্তক তথা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত প্রথম রাসুল। তাঁকে আল্লাহ্ তাআলা নবুওয়াত ও রিসালাত দান করেছেন। নুহ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানান এবং সত্য

ও হক পথ অনুসরণের শিক্ষা দেন; কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কথা অনুসরণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কেবল মুষ্টিমেয় লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রিসালাত ও নবুওয়াত এবং আল্লাহ্ তাআলার উপর ইমান আনে। নুহ আ. যে সকল কৌশল ইসলামি দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন তন্মধ্যে ধর্মীয় সংলাপ ছিল একটি অন্যতম মাধ্যম ও কৌশল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন : "সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা তা জানতে!"[৬]

২.২ হুদ আ.-এর যুগ : হুদ আ. দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী 'আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে কওমে নুহ-এর পরে কওমে 'আদ ছিল দ্বিতীয় জাতি। হুদ আ. ছিলেন এদেরই বংশধর। 'আদ ও ছামুদ ছিল নুহ আ.-এর পুত্র সামের বংশধর এবং নুহের পঞ্চম অথবা অষ্টম অধস্তন পুরুষ। ইরামপুত্র 'আদ-এর বংশধরগণ 'আদ ঊলা' বা প্রথম 'আদ এবং অপর পুত্রের সন্তান ছামুদ-এর বংশধরগণ 'আদ ছানি বা দ্বিতীয় 'আদ বলে খ্যাত।[৭]

হুদ আ. তার দাওয়াতের প্রাথমিকভাবেই সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে ধর্মীয় সংলাপে অবতীর্ণ হন; বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : "আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না?' তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ-যারা কুফরি করেছিল, তারা বলেছিল, আমরা তো দেখছি তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, বরং আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসুল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক গঠনে অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হবে। তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার ইবাদত করত তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। সে বলল, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে; তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি করেছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠাননি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।"[৮]

এমনিভাবে হুদ আ. তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন আর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার প্রত্যুত্তর করেছিল।[৯]

২.৩ সালেহ আ.-এর যুগ : 'আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে ছালেহ আ. কওমে ছামুদ-এর প্রতি নবি হিসেবে প্রেরিত হন। কওমে 'আদ ও কওমে ছামুদ একই দাদা 'ইরাম'-এর দু'টি বংশধারার নাম। এদের বংশ পরিচয় ইতিপূর্বে হুদ আ.-এর আলোচনায় বিধৃত হয়েছে। কওমে ছামুদ আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজ্র' যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে একে সাধারণভাবে 'মাদায়েনে ছালেহ' বলা হয়ে থাকে। সালেহ আ. তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বিভিন্ন মাধ্যমে দাওয়াত দেন। এর মাধ্যে একটি

সফল ও উল্লেখযোগ্য মাধ্যম ছিলো ধর্মীয় সংলাপ। তিনি প্রথমত তার সম্প্রদায়ের আম জনতার সাথে সংলাপ করেন।

এরপর তিনি নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে সংলাপে অবতীর্ণ হন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন :"তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা সেই সম্প্রদায়ের ইমানদার-যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলল, তোমরা কি জান যে, সালিহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত?' তারা বলল, তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী। দাম্ভিকেরা বলল, তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।"[১০]

২.৪ ইবরাহিম আ.-এর যুগ : ইবরাহিম আ. আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত বিশিষ্ট নবি ও রাসুল। তিনি হলেন বিশিষ্ট পাঁচজন নবি ও রাসুলগণের অন্যতম এবং মুসলিম জাতির পিতা। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বাল্যকাল থেকেই সত্য উপলব্ধির প্রেরণা দান করেন এবং তিনি তাঁকে বিভিন্ন সময়ে সমস্যায় ফেলে পরীক্ষা করেছেন। ইবরাহিম আ. সকল পরীক্ষাতেই সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহিম আ. কয়েকটি ধাপে ধর্মীয় সংলাপে অবতীর্ণ হন। যেমন : ইবরাহিম আ. ও তাঁর পিতার মধ্যকার সংলাপ, ইবরাহিম আ. ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যকার সংলাপ, ইবরাহিম আ. ও রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যকার সংলাপ এবং ইবরাহিম আ. ও তাঁর প্রাণ প্রিয় সন্তানের মধ্যকার সংলাপ। ইবরাহিম আ. প্রথম ধর্মীয় সংলাপ শুরু করেন তাঁর পিতার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন : "তাদের নিকট ইব্রাহিমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কিসের ইবাদত কর? তারা বলল : আমরা মূর্তির পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের পূজায় নিরত থাকব। সে বলল : তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শুনে? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে? তারা বলল : না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এইরূপই করতে দেখেছি। সে বলল : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, কিসের পূজা করছ। তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা? তারা সকলেই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়। এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন; এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন। এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করে দিবেন। "[১১]

ইবরাহিম আ.-এর ধর্মীয় অপর একটি সংলাপ ছিলো তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের মাঝে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন : "তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নেই, যে ইব্রাহিমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহিম বলল, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহিম বলল, আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করাও তো। অতঃপর যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১২]

২.৫ লুত আ.-এর যুগ : আল-কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে লূত আ.-এর স্ত্রী সম্পর্কিত ঘটনা। লুত আ.-এর স্ত্রীর ঘটনা ছিল কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ। লুত আ. মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহিম আ.-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। যেহেতু হারানের মৃত্যুকালে লুত আ. শিশু ছিলেন। সেহেতু ইবরাহিম আ. ইয়াতীম ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের সন্তানের মত লালন-পালন করেন। লুত আ.-এর সম্প্রদায়ের লোকজন যখন তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে লাগলো তখন তিনি নতুন নতুন কৌশলে তাদেরকে দাওয়াত দিতে লাগলেন। এ সব কৌশলের মধ্যে একটি অন্যতম কৌশল ছিলো ধর্মীয় সংলাপ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : "তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে

আসলো এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই? তারা বলল : তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই; আমরা কি চাই তা তো তুমি জানই। সে বলল : তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের!"[১৩]

২.৬ শুআইব আ.-এর যুগ : আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রধান ৬টি প্রাচীন জাতির মধ্যে পঞ্চম জাতি হলো 'আহলে মাদইয়ান'। 'মাদইয়ান' হলো লুত সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। যা অদ্যাবধি পূর্ব জর্ডানের সামুদ্রিক বন্দর 'মো'আন'-এর অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কুফরি করা ছাড়াও এ জনপদের লোকেরা ব্যবসা কালে ওযন ও মাপে কম দিত, রাহাজানি ও লুটপাট করত। অন্যায় পথে জনগণের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করত। বালাযুরি বলেন : ইবরাহিম-পুত্র মাদইয়ানের নামে জনপদটি পরিচিত হয়েছে। শুআইব আ. এদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। ইনি মূসা আ.-এর শ্বশুর ছিলেন। কওমে লুত-এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে কওমে মাদইয়ানের প্রতি তিনি প্রেরিত হন। চমৎকার বাগ্মিতার কারণে আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'খাত্বিবুল আম্বিয়া' (নবিগণের মধ্যে সেরা বাগ্মী) বলেছেন। তাঁর অপর নাম ছিল ইয়াছরুন। তাঁকে সুরিয়ানি ভাষায় 'বিনযুন' বা বিছরূন বলা হয়। শুআইব আ. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ মতান্তরে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪]

ইসলামি দাওয়াত প্রচারে শুআইব আ. বিভিন্ন কৌশল ও মাধ্যমের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সকল পদ্ধতি ও মাধ্যমের মধ্যে সংলাপ ছিলো একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল বা মাধ্যম। তিনি তাঁর সম্প্রদায় ও তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে ধর্মীয় সংলাপে অবতীর্ণ হন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘেষণা করেছেন: "আমি মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই; তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মুমিন হলে তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর। তাঁর প্রতি যারা ইমান এনেছে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা কোন পথে বসিয়া থাকবে না, আল্লাহর পথে তাদেরকে বাধা দিবে না এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে না। স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ কর। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল ইমান আনে এবং কোন দল ইমান না আনে তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন; আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা বলল, হে শু'আয়ব! আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা ইমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার করিবই অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে। সে বলল, যদি আমরা তা ঘৃণা করি তবুও? তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।"[১৫]

২.৭ মুসা আ.-এর যুগ : নবুওয়াতের ধারাকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখার ধারা হলো নবি-রাসুল প্রেরণ। মুসা আ. ছিলেন একজন বিশিষ্ট নবি ও রাসুল। তিনি আল্লাহ্ তাআলার সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন। এ জন্য তাঁর উপাধি 'কালিমুল্লাহ'। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে মিশর অধিপতি অত্যাচারী বাদশাহ ফিরআউনের দাসত্ব হতে বনি ইসরাইলকে মুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য মনোনীত করেন। কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হলো মুসা আ.। তৎকালীন কাফির বাদশাহ ফিরআউনের কাছে প্রেরিত নবি মুসা ও হারুন আ. সম্পর্কে কুরআনে সর্বাধিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ মুসা আ.-এর মু'জিযাসমূহ অন্যান্য নবিদের তুলনায় যেমন বেশি ছিল, তেমন তাঁর সম্প্রদায় বনি ইসরাইলের মূর্খতা ও হঠকারিতার ঘটনাবলিও ছিল বিগত উম্মতগুলোর তুলনায় অধিক এবং চমকপ্রদ। উল্লেখ্য যে, ইসলামি দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে মুসা আ. কয়েকটি পর্যায়ে ধর্মীয় সংলাপে অবতীর্ণ হন। যেমন, ফিরআউনকে দাওয়াত দিতে গেলে সে মুসা আ.কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগল এবং মুসা আ. তার জবাব দিতে লাগলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : "ফিরআওন বলল : আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? আর তুমি তো তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ এবং তুমি তোমার কর্ম যা করবার তা তো করেছ; তুমি অকৃতজ্ঞ।"[১৬]

মুসা আ. ও বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপ সংঘটিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন: "মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর; যমিন তো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্য। তারা বলল, আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও। সে বলল, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে যমিনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কী কর তা তিনি লক্ষ করবেন।"[১৭]

৩. মুহাম্মাদ সা.-এর সাথে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংলাপ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর রাসুলকে উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করেছেন। সকল দিক থেকে তাকে করেছেন শ্রেষ্ঠ। তার নান্দনিক চরিত্রমাধুরি দেখে কত মানুষই না ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। সুন্দর চরিত্রের এমন কোন দিক নেই যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বে পূর্ণতা পায়নি। পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে ঘিরে সুশোভিত হয়েছে সকল প্রকার নান্দনিক গুণাবলি। দান, বদান্যতা, ভদ্রতা, ক্ষমা, মহানুভবতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, নম্রতা, সবর, বন্ধুত্বসুলভ আচরণ, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া-করুণা, অনুগ্রহ, সাহসিকতা, বীরত্বসহ সকল দিক থেকে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণতার অনন্য দৃষ্টান্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে ধর্মীয় সংলাপ করেছেন। যেমন:

৩.১ ইয়াহুদিদের সাথে ধর্মীয় সংলাপ : ইয়াহুদিদের ধারণা ছিল যে, সাময়িক সময় ব্যতীত তাদের উপর আযাব আসবে না। তাদের এ দাবির বিপরীতে মহান আল্লাহ রাসুলের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, "তারা বলে, দিনকতক ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না। বল, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়াছ; অতএব আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করবেন না কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না? হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে তারাই দোজখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"[১৮]

ইয়াহুদিরা নিজেদেরকেই মহান আল্লাহর একমাত্র বন্ধু মনে করে থাকে। অথচ তারা মহান আল্লাহর বন্ধু নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন : "বল, হে ইয়াহুদিরা! যদি তোমরা মনে কর

তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নয়; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তারা তাদের হস্ত দ্বারা যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। বল, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তোমরা করতে।"[১৯]

এ ছাড়া মদীনায় বিভিন্ন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদিদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো : আনাস রা. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ ইবন সালাম শুনলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করেছেন। তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন : আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব যা নবি ব্যতীত কেউ উত্তর দিতে পারবে না। তারপর তিনি বললেন : কিয়ামতের প্রথম আলামত কী? জান্নাতীরা প্রথম কোন্ খাবার খাবে? সন্তান কীভাবে পিতার মতো এবং কিভাবে তার মায়ের মতো হয়? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমাকে এই মাত্র জিব্রাঈল তা জানিয়েছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম বললেন : ইয়াহুদিদের নিকট এ ফেরেশতা তাদের শত্রু। তারপর রাসুলুললাহ সা. বললেন : কিয়ামতের প্রথম আলামত হচ্ছে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে। আর জান্নাতীরা প্রথম খাবার খাবে মাছের কলিজা। আর সন্তান কারও সাদৃশ্য হওয়ার পেছনে যুক্তি হলো যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্য অগ্রণী হয় সন্তান পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রীর বীর্য অগ্রণী হয় তখন সন্তান স্ত্রীর মতো হয়। তখন তিনি বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসুল। তারপর তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসুল! ইয়াহুদিরা মিথ্যুক জাতি, যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার আগে আমার ইসলামের কথা তারা জেনে যায় তবে আমাকে মিথ্যুক বানিয়ে ছাড়বে। তারপর আব্দুল্লাহ ইয়াহুদিদের কাছে আসলে এবং তাদের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক? তারা বলল : আমাদের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান। আমাদের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি এবং উত্তম ব্যক্তির সন্তান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে? তারা বলল : আল্লাহ তাকে এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত রাখুন। তখন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম বের হয়ে বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসুল। তখন তারা বলল : সে আমাদের সবচেয়ে খারাপ লোক ও খারাপ লোকের সন্তান। এভাবে তারা তার উপর আক্রমণাত্মক কথা বলতে লাগল।[২০]

৩.২ খ্রিস্টানদের সাথে ধর্মীয় সংলাপ : খ্রিস্টানরা দাবি করে যে, মাসিহ ঈসা আ. আল্লাহর একটি সত্তা (নাউজুবিল্লাহ)। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের এ দাবি খণ্ডন করে ঘোষণা করেন : "যারা বলে, মার্‌ইয়াম-তনয় মসিহ্‌ই আল্লাহ্', তারা তো কুফরি করেছেই। বল, আল্লাহ্ মার্‌ইয়াম-তনয় মাসিহ্, তাঁর মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে বাধা দিবার শক্তি কার আছে?' আসমান ও যমীনের এবং এটাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়। বল, তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন? না, তোমরা মানুষ তাদেরই মতো যাদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন; আস্‌মান ও যমিনের এবং এটাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, আর প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। হে কিতাবীগণ! রাসুল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসুল তোমাদের নিকট এসেছে। সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা

করছে যাতে তোমরা বলতে না পার, কোন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী আমাদের নিকট আসেনি। এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[২১]

হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে, হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের দুজন নেতা আ'কিব ও সায়্যিদ 'মুবাহালা'র জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে। কিন্তু একজন অপরজনকে বলে : 'এ কাজ কর না। আল্লাহর শপথ! যদি ইনি নবি হন আর আমরা তাঁর সাথে 'মুবাহালা' করি তাহলে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিসহ ধ্বংস হয়ে যাব।' সুতরাং তারা একমত হয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে : 'জনাব! আপনি আমাদের নিকট যা চান আমরা তা প্রদান করব। আপনি আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করুন এবং অবশ্যই বিশ্বস্ত লোককেই পাঠাতে হবে।' তিনি বলেন : 'তোমাদের সাথে আমি বিশ্বস্ত লোককেই প্রেরণ করব, যিনি পূর্ণ বিশ্বস্ত লোকই বটে।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকে নির্বাচন করেন এটা দেখার জন্য তাঁর সহচরবর্গ এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করেন। তিনি বলেন : 'হে আবু উবাইদাহ! তুমি দাঁড়িয়ে যাও।' তিনি দাঁড়ালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ লোকটিই এ উম্মাতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি।[২২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে আছেন এ খবর পেয়ে আবিসিনিয়া হতে আনুমানিক বিশ সদস্যের একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তারা তাকে মসজিদে হারামেই পেয়ে যান। তারা তাঁর কাছে এসে বসল এবং তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা ও তাঁকে বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন করলেন। এ সময় কুরায়শরা কাবার পাশে মজলিসে বসা ছিল। প্রতিনিধি দল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নাদি, যা তারা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, তা শেষ করলে তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন। তারা যখন কুরআন শুনল তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তারা সকলে ইসলাম কবুল করলেন।[২৩]

৩.৩ আহলে কিতাবদের সাথে ধর্মীয় সংলাপ : আহলে কিতাবীগণ ইবরাহিম আ.কে তাদের মতাদর্শভুক্ত দাবি করে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। মহান আল্লাহ নবি সা.-এর মাধ্যমে তাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এভাবে, "হে কিতাবীগণ! ইবরাহিম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইন্‌জিল তো তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি বুঝ না? হাঁ, তোমরা তো সেইসব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরাই তো তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছো? আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও। ইবরাহিম ইয়াহুদিও ছিল না, খ্রিস্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিল না।"[২৪]

৩.৪ কাফির ও মুশরিকদের সাথে সংলাপ : রাসুলুল্লাহ সা. দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় কাফির-মুশরিকদের সাথেও ধর্মীয় সংলাপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন : "বল, হে কাফিররা! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসছো। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁহার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।"[২৫]

কাফির-মুশরিকরা আখিরাতকে বিশ্বাস করতো না তাই তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন : "এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে

বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে? বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা হতে প্রজ্জ্বলিত কর। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হাঁ, নিশ্চয় তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন, হও', ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁহার হস্তেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[২৬]

এ ছাড়া বিভিন্ন বর্ণনায় প্রায়ই দেখা যায় যে, কতিপয় মুশরিক দলবদ্ধভাবে ধর্ম সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিতর্ক করার জন্য সমবেত হয়। তিনি তাদের সাথে খুব মার্জিত ভাষায় বিতর্ক করেন এতে তারা মুগ্ধ হয়ে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন : তুফাইল ইবন আমর আদ-দাওসি রা. ছিলেন ঘোর পৌত্তলিক। কেবল ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে তিনি মক্কায় মহানবি সা. এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। দীর্ঘ আলোচনা শেষে তিনি রাসুল সা.-এর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে কৃতার্থ হন।[২৭]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদতে কোনো কল্যাণ নেই। কিন্তু কুরাইশগণ জানত যে, খ্রিস্টানগণ ঈসা আ.-এর ইবাদত করত। সুতরাং মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে তুমি কী বলবে? তখন তারা মুহাম্মাদ সা. কে উদ্দেশ্য করে বলল : হে মুহাম্মাদ সা.! তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ঈসা নবি ছিলেন এবং আল্লাহর নেক বান্দাহদের মধ্যে একজন ছিলেন? যদি তুমি তোমার কথায় সত্য হও তাহলে তাদের ইলাহও তো তোমাদের বক্তব মতো হওয়া উচিত। তখন কুরআনে ইরশাদ হলো, যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল আরম্ভ করে দেয় এবং বলে : আমাদের উপাস্যগুলো শ্রেষ্ঠ না ঈসা? এরা শুধু বাক-বিতণ্ডতার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক বিতণ্ডকারী সম্প্রদায়। তিনি তো ছিলেন আমারই বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম বনি ইসরাইলের জন্য দৃষ্টান্ত।"[২৮]

অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমরান ইবন হুসাইনের পিতা হুসাইনকে বলেন : "হে হুসাইন! তুমি আজ কয়জনের ইবাদত কর? হুসাইন উত্তর করলেন : সাতজনের, ছয়জন যমিনে আর একজন আসমানে। তখন রাসুল সা. বললেন : তোমার আবেগ ও ভীতির জন্য কাকে গণ্য কর? উত্তরে হুসাইন বলেন : যিনি আসমানে আছেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে হুসাইন! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে এমন দুটি কালেমা শিক্ষা দেব যা তোমার উপকারে আসবে। তারপর যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন : হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাকে যে দুটি কালেমা শেখানোর ওয়াদা করেছেন সে দুটি শিক্ষা দিন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বল, হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথের দিশা মনে ঢেলে দিন এবং আমাকে আমার অন্তরের অকল্যাণ থেকে বাঁচান।[২৯]

উপসংহার

সংলাপ একটি বহুল প্রচলিত কল্যাণকর শব্দ। পৃথিবীর আদিকাল থেকে মানুষ নিজেদের মাঝে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সংলাপে বসে তার সমাধান বের করার চেষ্টা করতেন। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও আজ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সংলাপের বিকল্প নেই। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলার

একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায়, রাসুলদের সত্যতা প্রমাণে ও যুগে যুগে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শতাধিক বার সংলাপের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম নমরুদের সাথে, মুসা আলাইহিস সালাম ফিরআউন ও তার জাতির সাথে, ঈসা আলাইহিস সালাম অভিশপ্ত ইয়াহুদি ও হাওয়ারিদের (ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীগণ) সাথে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কুরাইশদের সাথে এবং অন্যান্য নবি-রাসুলগণ তাদের নিজ নিজ জাতির সাথে সংলাপ করে সফলকাম হয়েছেন। সংলাপের মাধ্যমেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় একটি আদর্শ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন, যার শান্তির ছায়া আজও বিশ্ববাসী উপভোগ করছে। বর্তমানেও যদি এ ধর্মীয় সংলাপ প্রচলন করা যায় তাহলে গোটা বিশ্ববাসী উপকৃত হতে পারবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মূল বর্ণনা :

هو مناقشة بين طرفين- أو أطراف- بقصد تصحيح الكلام، وإظهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، ورد الفاسد من القول والرأي.

সালিহ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ, *মা'আলিম ফি মানহাজিদ্ দাওয়াহ্* (জিদ্দা : দারুল আন্দালুস আল-খাদরা, ১ম সংস্ক. ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ.২১২।

২. মূল বর্ণনা :

هو حديث بين طرفين أو أكثر حول قضية معينة، الهدف منها الوصول إلى الحقيقة بعيدا عن الخصومة والتعصب، بل بطريقة علمية إقناعية، ولا يشترط فيها الحصول على نتائج فورية.

খালিদ মুহাম্মদ আল-মুগামিসি, *আল হিওয়ার আদাবুহু ওয়া তাতবিকাতুহু ফীত তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ* (রিয়াদ: মারকাজুল মালিক আব্দুল আযীয লিল হিওয়ার আল ওয়াতানী, ১৪২৫হি.) পৃ ২২।

৩. মূল বর্ণনা :

حديث بين طرفين او اطراف عدة لعرض وجهات النظر فيهم حول مسألة تنازع عليها، بقصد التوصل إلى حل مناسب، او نتيجة مناسبة.

মুহাম্মদ শামছুদ্দীন খাজা, *আল হিওয়ার আদাবুহু ওয়া মুনতালাকাতুহু ওয়া তারবিয়াতুল আবনাই আলাইহি* (রিয়াদ : মারকাজুল আব্দুল আযীয লিল হিওয়ারিল ওয়াতান, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৭

৪. আব্দুর রহমান আন-নাহ্‌লাবী, *উসূলুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ্ ওয়া আছালীবুহা* (দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ.২০৬।

৫. মি. যোসেফ বিশ্বাস, *জাতীয় সংলাপ সেমিনার ১৯৯২-এর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট*, পৃ. ২৩

৬. মহান আল্লাহর বাণী :

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ .قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ . أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

আল-কুরআন, ৭১ : ২-৪।

নূহ আ. ও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দাওয়াত দেয়ার সময় তাদের সাথেও ধর্মীয় সংলাপ হয়েছে। যার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

"আমি তো নুহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি। তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নেই, বরং আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসুল। আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি ও তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহর নিকট হতে

জানি। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছে যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ করো?" -আল-কুরআন, ৭ : ৫৯-৬৩।

৭. 'আদ সম্প্রদায়ের ১৩টি পরিবার বা গোত্র ছিল। আম্মান হতে শুরু করে হাযারামাউত ও ইয়ামান পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল।

৮. মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ . قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ . أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.

আল-কুরআন, ৭ : ৬৫-৭১।

৯. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ . وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ . قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ . إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ . إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.

"আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁরই নিকট, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করবে না? হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না। তারা বললো : হে হুদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করনি, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবার নই এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নই। আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে। সে বলল : আমি তো আল্লাহ্কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও, নিশ্চয় আমি তা হতে মুক্ত যাকে তোমরা আল্লাহর শরীক কর। আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর; এমন কোন জীবজন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে। অত:পর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলেও আমি যাসহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি; এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের হতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।" আল-কুরআন, ১১ : ৫০-৫৭।

১০. মহান আল্লাহর বাণী :

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ.

আল-কুরআন, ৭ : ৭৫-৭৬।

১১. মহান আল্লাহর বাণী :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ . قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ . قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ . أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ . قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ . قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ . الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ . وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ . وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ . وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ .

আল-কুরআন, ২৬ : ৬৯-৮২।

১২. মহান আল্লাহ বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

আল-কুরআন, ২ : ২৫৮।

১৩. মহান আল্লাহর বাণী :

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ . قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ . قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ.

আল-কুরআন, ১১ : ৭৮-৮০।

১৪. আস-সাবূনী, মুহাম্মদ 'আলী, *আন-নবূওয়াহ ওয়াল আম্বিয়া* (বৈরূত : আল-মাঝরা'আ বিনায়াতুল ঈমান, ১৪০৫হি.),পৃ.২৮২।

১৫. মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ . وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ . قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

আল-কুরআন, ৭ : ৮৫-৮৯।

মহান আল্লাহ আরও বলেন :

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ . مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ . وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ .وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ . قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ .وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ . وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ . قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ . قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ . وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ .

"মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে আমি পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই, মাপে ও ওজনে কম করো না; আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি। হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপিও ও ওজন কর, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াইও না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ্-অনুমোদিত যা বাকি থাকবে তোমাদের জন্য তা উত্তম; আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। তারা বললো : হে শু'আয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার ইবাদত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, ভাল মানুষ! সে বললো : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর নিকট হতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করে থাকেন তবে কী করে আমি আমার কর্তব্য হতে বিরত থাকব! আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না। আমি তো আমার সাধ্যমত সংস্কারই করতে চাই। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে; আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। হে আমার সম্প্রদায়! আমার সঙ্গে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করায় যাতে তোমাদের উপর তার অনুরূপ বিপদ আপতিত হবে যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর অথবা হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর; আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের হতে দূরে নয়। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর; আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু, প্রেমময়। তারা বললো : হে শু'আয়ব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে

আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম; আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও। সে বললো : হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলে রেখেছ। তোমরা যা করো আমার প্রতিপালক অবশ্যই তা পরিবেষ্টন করে আছেন। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব-স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।"আল-কুরআন, ১১ : ৮৪-৯৩।

১৬. মহান আল্লাহর বাণী :

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ . وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ .

আল-কুরআন, ২৬ : ১৮-১৯।

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ . قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى .قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى .قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا . كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى .فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى
قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ . وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى .نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ . فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى .يَا مُوسَى
قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا . فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى .الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى
فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى .

"ফিরআওন বললো : হে মুসা! কে তোমাদের প্রতিপালক? মুসা বললো : আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন। ফিরআওন বললো : তা হলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী? মুসা বললো : এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার করো ও তোমাদের গবাদিপশু চরাও; অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য। আমি মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব। আমি তো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে। সে বললো : হে মুসা! তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করে দেয়ার জন্য? আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ জাদু, সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ করো এক নির্দিষ্ট সময় এক মধ্যবর্তী স্থানে, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না। মুসা বললো : তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে। অতঃপর ফিরআওন উঠে গেল এবং পরে তার কৌশলসমূহ একত্র করলো, অতঃপর আসলো। মুসা তাদেরকে বললো : দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে।" আল-কুরআন, ২০ : ৪৯-৬১।

১৭. মহান আল্লাহর বাণী :

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . قَالُوا أُوذِينَا مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.

আল-কুরআন, ৭ : ১২৮-১২৯।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন :

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ
قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ .النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى
إِنَّهُ . إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى .إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ .مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
.الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

"ফিরআওন বললো : কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মুসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে! দেখছি, সে তো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী। তারা বললো : আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না। সুতরাং তুমি করো যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। আমরা নিশ্চয় আমাদের

প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ তা। আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না। এবং যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা।" আল-কুরআন, ২০ : ৭১-৭৫।

১৮. মহান আল্লাহর বাণী :

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

আল-কুরআন, ২ : ৮০-৮১।

১৯. মহান আল্লাহর বাণী :

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ . قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

আল-কুরআন, ৬২ : ৬-৮।

২০. মূল বর্ণনা :

عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ مَقْدَمُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - الْمَدِينَةَ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِىٌّ ، { قَالَ مَا } أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى خَبَّرَنِى بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكَ عَدُوُّ :أَبِيهِ وَمِنْ أَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ :الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - . وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ . وَأَمَّا الشَّبَهُ فِى الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِىَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا . قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ ، إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلاَمِى قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِى عِنْدَكَ ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَيْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - :أَىُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ . قَالُوا أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا وَأَخْبَرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - :أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ . قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ . فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . فَقَالُوا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا . وَوَقَعُوا فِيهِ.

ইমাম বুখারী, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহিম, *আল-জামি'উস সহিহ* (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদিস নং-৩৩২৯।

২১. মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

আল-কুরআন, ৫ : ১৭-১৯।

২২. ইবন হাজার, আবুল ফদল আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), খ. ৭, পৃ. ৬৯।

২৩. মূল বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : ثُمَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، عِشْرُونَ رَجُلًا أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ النَّصَارَى ، حِينَ بَلَغَهُمْ خَبَرُهُ مِنْ الْحَبَشَةِ ، فَوَجَدُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسُوا إلَيْهِ وَكَلَّمُوهُ وَسَأَلُوهُ وَرِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي أَنْدِيَتِهِمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ؛ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ مَسْأَلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا أَرَادُوا ، دَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَلَا عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ . فَلَمَّا سَمِعُوا [ص ৩৯২] كَانَ يُوصَفُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِمْ مِنْ أَمْرِهِ . فَلَمَّا قَامُوا عَنْهُ اعْتَرَضَهُمْ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالُوا لَهُمْ خَيَّبَكُمْ اللهُ مِنْ رَكْبٍ بَعَثَكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ تَرْتَادُونَ لَهُمْ لِتَأْتُوهُمْ بِخَبَرِ الرَّجُلِ فَلَمْ تَطْمَئِنَّ مَجَالِسُكُمْ عِنْدَهُ حَتَّى فَارَقْتُمْ دِينَكُمْ وَصَدَّقْتُمُوهُ بِمَا قَالَ مَا نَعْلَمُ رَكْبًا أَحْمَقَ مِنْكُمْ . أَوْ كَمَا قَالُوا . فَقَالُوا لَهُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نُجَاهِلُكُمْ لَنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَمْ نَأْلُ أَنْفُسَنَا خَيْرًا.

-ইবন হিশাম, *সীরাতু ইবন হিশাম* (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৯১।

২৪. মহান আল্লাহর বাণী :

هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ .يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا .فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

আল-কুরআন, ৩ : ৬৫-৬৭।

২৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

আল-কুরআন, ১০৯ : ১-৬।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও বলেন :

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ . ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ .

"বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছো? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক! তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল : আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।" আল-কুরআন, ৪১ : ৯-১১।

২৬. আল্লাহর তাআলার বাণী :

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ . الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ . إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

আল-কুরআন, ৩৬ : ৭৮-৮১।

মহান আল্লাহ আরও বলেন :

قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ .قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ .مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ .يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.

"বল, কে তোমাদেরকে ত্রাণ করে স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার হতে যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় কর?' আমাদেরকে এটা হতে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো। বল, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে তা হতে এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট হতে পরিত্রাণ করেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁর শরীক কর। বল, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে অথবা এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম। দেখ, আমি কীরূপে বিভিন্ন প্রকারে আয়াতসমূহ বিবৃত করি যাতে তারা অনুধাবন করে। তোমার সম্প্রদায় তো তাকে মিথ্যা বলেছে অথচ তা সত্য। বল, আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই।"- সূরা আল-আনআম, ৬ : ৬৩-৬৬।

২৭. ইবন হিশাম, *আস-সীরাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮২-৩৮৫।

২৮. মূল বর্ণনা :

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فِيهِ خَيْرٌ وَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّصَارَى تَعْبُدُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا تَقُولُ فِى مُحَمَّدٍ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى كَانَ نَبِيًّا وَعَبْداً مِنْ عِبَادِ اللهِ صَالِحاً فَلَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَإِنَّ آلِهَتَهُمْ لَكَمَا تَقُولُونَ. قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ)

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, *আল-মুসনাদ* (বৈরূত : মাকতাবাতু কর্দোভা, তা.বি.), হাদিস নং-২৯৭৫।

২৯. মূল বর্ণনা :

يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا . قَالَ أَبِى سَبْعَةً سِتًّا فِى الأَرْضِ وَوَاحِدًا فِى السَّمَاءِ. قَالَ : فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ . قَالَ الَّذِى فِى السَّمَاءِ. قَالَ : يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ . قَالَ فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِى الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِى. فَقَالَ : قُلِ اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِى رُشْدِى وَأَعِذْنِى مِنْ شَرِّ نَفْسِى .

ইমাম তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৪ হি.), হাদিস নং-৩৭২০।